দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 27 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

এনসিটিবি'র সচিব ব্রজ গোপাল ভৌমিক কথা রাখেননি

অবশেষে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর আবশ্যিক বিষয় থেকে ইসলামী শিক্ষা বাদ

□ ইনকিলাব রিপোর্ট

জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মশিক্ষার অবস্থান নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি প্রণয়নে কিছু লোকের অতি উৎসাহ ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করলেও শিক্ষানীতির রূপরেখায় ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা যথেষ্ট মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষানীতির রূপরেখায় ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা যথেষ্ট মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষানীতি ২০১০-এর প্রাক কথনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে মুদ্রিত হয়েছিল যে, 'এই শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য দিক হল, এখানে ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।' কিন্তু জাতীয় শিক্ষাক্রম ও

পৃঃ ১৫ কঃ

অবশেষে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তা বিশেষ করে সচিব ব্রজ গোপাল ভৌমিকের কার্যক্রম ও ভূমিকা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে হতাশ করছে। বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে নিন্দা ও প্রতিবাদও আসতে শুরু করেছে।

গত অক্টোবরের ১০ তারিখের দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ তারিখের দৈনিক আমার দেশ এবং ১৭ তারিখের নয়া দিগন্ত পত্রিকায় এবং বিভিন্ন সম্পাদকীয়তে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঢাকার এনসিটিবিতে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালার বরাত দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল যে, আগামী ২০১৩ সাল হতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য যে নতুন কারিকুলাম চালু করা হচ্ছে, সেখানে বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা শাখার কোনটাতেই 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়টি থাকছে না।

এই সংবাদটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলে দেশবাসীর পক্ষ হতে ব্যাপক প্রতিবাদ আসতে থাকে। প্রতিবাদের মুখে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-এর সচিব ব্রজ গোপাল ভৌমিক কর্তৃক 'এ ধরনের অসত্য ও ভিত্তিহীন সংবাদে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে' বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। (দ্র. দৈনিক সমকাল, দৈনিক ইনকিলাব, তাং ১৭/১০/২০১২) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, 'বর্তমানে মানবিক শাখায় নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে 'ইসলাম শিক্ষা' অন্তর্ভুক্ত আছে।' বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, 'বর্তমানে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে ইসলাম শিক্ষা বিষয় চালু আছে। এখানে ইসলাম শিক্ষাকে বাদ দেয়ার প্রশ্নই আসে না বরং ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণতায় প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্তে পাঠ্যক্রম রচনা করা হয়েছে।' দৈনিক সমকাল, দৈনিক ইনকিলাব, তাং ১৭/১০/২০১২)

উল্লেখ, শিক্ষানীতি ২০১০-এর প্রাক-কথনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেন 'এই শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য দিক হল, এখানে ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে' প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য থেকে মনে হয়েছে যে, ধর্মশিক্ষার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট আন্তরিক।

কিন্তু গত ১৯/০৫/২০১৩ ইং তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় এনসিটিবি কর্তৃক একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য যে বিষয় কাঠামো প্রকাশ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কলেজগুলোতে ভর্তি কার্যক্রম চলছে। সেখানে দেখা যায় যে, এনসিটিবি তার পূর্বের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক মানবিক শাখার জন্য 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়টি শাখাভিত্তিক আবশ্যিক হিসেবে না রেখে কেবল ঐচ্ছিক বিষয়ের (৪র্থ বিষয়) অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাও আবার ১৯টি বিষয়ের মধ্যে ১টি নেয়া যাবে। বস্তুতঃ এটা 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়টি বাদ দেয়ারই নামান্তর। অথচ বিগত ২০১২-১৩ সেশনেও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়টি নৈর্বাচনিক (আবশ্যিক) ও ঐচ্ছিক (৪র্থ) বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারত। তাছাড়া ১৯/০৫/২০১৩ ইং তারিখের এনসিটিবি'র বিজ্ঞপ্তিতে উচ্চ মাধ্যমিকে 'ইসলাম শিক্ষা শাখা' নামে একটি স্বতন্ত্র শাখার উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'ইসলাম-শিক্ষা শাখা' কে সম্পূর্ণ নতুন শাখা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। (দ্র. দৈনিক সমকাল, তাং ২২/০৫/২০১৩, দৈনিক ইত্তেফাক তাং ২৭/০৫/২০১৩)- এর ফলে সাধারণ শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ অনেকেই বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন। 'ইসলাম শিক্ষা শাখা' নামে নতুন শাখা চালুর খবর প্রকাশিত হলেও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য শাখাভিত্তিক আবশ্যিক বিষয় হিসেবে 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়টি বাদ দেয়ার খবরটি কোন পত্রিকায়ই এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। বস্তুতঃ 'ইসলাম শিক্ষা শাখাটি' অতীতে দেশের হাতেগোনা কয়েকটি সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ছিল। সে বিভাগটি কেবল মাদরাসা পড়ুয়াদের জন্য প্রযোজ্য। সাধারণ শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য এটি উপযোগী নয়। তাছাড়া বেসরকারি কোন ইন্টারমিডিয়েট কলেজে এই শাখাটির কোন শাখার অস্তিত্ব নেই, অনুমোদনও নেই।

এমতাবস্থায় এশিক্ষা সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য হলো, যেখানে বাংলাদেশের প্রায় সব সরকারি বেসরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে মানবিক শাখা চালু আছে এবং যেখানে প্রচুর শিক্ষার্থীও রয়েছে, সেখান থেকেই 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়টি শাখাভিত্তিক আবশ্যিক বিষয় হতে বাদ দেয়া হয়েছে। অথচ স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই একাদশ দ্বাদশের বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার সব শিক্ষার্থীরাই নৈর্বাচনিক (আবশ্যিক) ও ঐচ্ছিক (৪র্থ) বিষয় হিসেবে 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়টি অধ্যয়ন করতে পারতো। কিন্তু ধাপে ধাপে বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়টি বাদ দিয়ে কেবল 'মানবিক' শাখায় রাখা হয়। এবার নতুন কারিকুলামের নাম করে অর্থাৎ ২০১৩ সালে এসে মানবিক শাখা থেকেও শাখাভিত্তিক আবশ্যিক বিষয় 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়টি বাদ দেয়া হল।

ইসলামী শিক্ষাবিদদের মতে, একটি দুর্নীতিমুক্ত জাতি গঠনে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। ধর্মশিক্ষা ছাড়া কখনোই কোন শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না ধর্মের বাঁধন শিথিল থাকার কারণেই আজ সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতির সয়লাব দেখা যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইভটিজিং হচ্ছে। এহেন অবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার আরও ব্যাপক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে বর্তমানে কলেজ পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য 'ইসলাম শিক্ষা' অধ্যয়নের যে সামান্য সুযোগ ছিল তাও সংকোচন কিংবা বাদ দেয়া হয়েছে। এমনকি মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে 'ইসলাম শিক্ষা' অধ্যয়নের যে সুযোগ ছিল তাও বাতিল করে দেয়া হয়েছে।

ইসলাম শিক্ষা বাদ দেয়ার কারণে ভবিষ্যতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স মাস্টার্স কলেজগুলোতে 'ইসলামিক স্টাডিজ' বিষয়ে ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থী পাওয়া যাবে না। ফলে দেশের সাধারণ শিক্ষার্থীরা যেমন 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়টি অধ্যয়ন করা হতে বঞ্চিত হবে, তেমনি শিক্ষার্থী না থাকায় হাজার হাজার শিক্ষকও চাকরি হারাবেন বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে এটা কোন অবস্থাতেই কাম্য হতে পারে না।